

ত্রোমোজম ২

ঘটনার শুরু ক্লাস সিন্ধে। ইসলাম ধর্মের ক্লাস। ছাত্র ছাত্রীদের অর্ধেক ঘুমিয়ে। বাকি অর্ধেক ধূমের পথে। স্যার প্রায় রোবটের গলায় বই থেকে পড়ে যাচ্ছেন। এক জায়গায় এসে তিনি পড়ছিলেন, মানব জাতি কে আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন।

আমার মাথায় যে কি ভূত চাপল। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, স্যার, আসলে তো আমরা বানর থেকে আসছি তাই না?

স্যার চোখ সরু করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। জলদ গন্তীর গলায় বললেন, এ দিকে আয়। যারা এতক্ষন ঘুম- ঘুম ভাবে ছিল তাদের চোখ থেকে ঘুম তখন ছুটে গিয়েছে। কনুই দিয়ে গুতো মেরে যারা ঘুমিয়ে আছে, তাদের ও জাগানো হয়েছে। বহুদিন পরে ক্লাসে একটা জম্পেশ মারপিটের আয়োজন হয়েছে। বেশ বিরাট স্কেলের এবং সম্ভবত বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য। আমি তখন এক পা দু' পা করে এগিয়ে যাচ্ছি স্যারের দিকে। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আমার বন্ধু- শত্রু নির্বিশেষে সকলের চোখ উৎসাহে চক্চক্ করছে।

স্যার আমার কানটা তার আপন করে নিতে নিতে বললেন, কি জানি বলছিলি তুই? নানারকম 'উঃ আঃ' জাতীয় অব্যয় ধ্বনির ফাঁকে ফাঁকে স্যার কে আমার অভিমত ব্যক্ত করলাম। কানে যন্ত্রনা আমার বাড়ল বই, কমলো না। শেষ আশ্রয় হিসেবে কঁকিয়ে উঠে বললাম, আমার কাছে প্রমান আছে স্যার!

হঠাৎ করেই বুঝলাম, কানের অনুভূতি যেন আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। আমার কানটা ছেড়ে দিয়ে বললেন, আগামী ক্লাসে যদি সেই 'প্রমান' নিয়ে না আসি তাহলে বাকি বছরটা আমাকে নীল ডাউন হয়েই কাটাতে হবে। আমি লাফ দিয়ে উঠে বললাম, আমাকে ১০ মিনিট সময় দেন। আমি আপনাকে প্রমান এনে দেখাচ্ছি। স্যার খানিকটা হতভম্ব খানিকটা অবিশ্বাসে আক্রান্ত হয়ে বললেন, যা তাহলে।

স্কুল থেকে বাসা তেমন দূরে নয়। আমি উল্কার বেগে ছুটলাম। মা রান্না করছিলেন। অসময়ে আমাকে দেখে বললেন, কীরে, তোর স্কুল আজকে জলদি জলদি শেষ হয়ে গেল নাকি রে? আমি কোনো জবাব না দিয়ে আমার রুম থেকে সদ্য কেনা 'ছোটদের বিশ্বকোষ'-টা বগলদাবা করে আবার দে ছুট।

সেদিন প্রায় ১০ মিনিটের মাঝেই স্কুলে পৌঁছতে পেরেছিলাম। তার চেয়ে বড়কথা, বিশ্বকোষে আঁকা এক ছবি দেখিয়ে স্যার কে বাকরুদ্ধ করে দিয়েছিলাম। কি ছিল সেই ছবিতে? তেমন কিছুই না। খালি বানর-জাতীয় প্রজাতি (Primate, Great Apes) থেকে কিভাবে মানুষ বিবর্তনের মাধ্যমে এসেছে, তার একটা চিত্রকল্প দেয়া ছিল।

আমার ষষ্ঠ শ্রেনীর ভাল মানুষ স্যার এই রকম অকাট্য প্রমাণ(!) দেখে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে। কারন এর পর থেকেই স্যার আমাকে ‘বিশেষ’ চোখে দেখা শুরু করেন। সেটা না ছিল ভালোবাসার, না ছিল ঘৃণার। বহুপরে বুঝতে পেরেছি, সেটা ছিল অসহনীয় অস্বস্তির।

পরের ঘটনা। ইন্টারমিডিয়েট শেষ বর্ষ। জীববিদ্যা ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে। এমনিতে আমাদের স্যার তরুণদের মাঝে বেশ জনপ্রিয়। ঈঙ্গিতপূর্ণ কথা বলার জন্য এবং মেয়েদের অস্বস্তিতে ফেলার জন্য। আমরা সাধারণত কোন কিছুর বিনিময়ে ঐ ক্লাস মিস দিতামনা। সেদিন দেখা গেল, কলেজের মাঠ থেকে কারোর ক্লাসে যাবার তেমন আগ্রহ নেই। কারন জিজ্ঞেস করে জানলাম, আজ ডারউইনের বিবর্তনবাদ পড়ানো হবে। ক্লাসের সবচেয়ে তেঁদড় ছেলেটা পর্যন্ত যেতে রাজী না।

কারন? ‘ঐসব’ শুনলে আমরা নাকি মুসলমানত্ব থেকে ‘খারিজ’ হয়ে যাব!

শেষতক আমি গিয়েছিলাম। সঙ্গে এক বন্ধু(তার আবার না গিয়ে উপায় ছিলো না, স্যার ছিলেন তার বাবা)। গিয়ে দেখলাম, ছেলেদের অংশটুকু নির্জন। কেবল আমরা দুই নরপুঙ্গব পুরুষ-প্রজাতির প্রতিনিধিত্ব করছি। কিন্তু মেয়েদের দিকটা ভরপুর।

এ কাহিনী আসলে অনেক অনেক কাল আগের কথা। ' তখন গাছে গাছে পাখিরা গান গাহিত, আরবের লোকেরা ধর্ম ভুলিয়া গিয়াছিল.....' অদ্ভুত ব্যাপার এইযে, এই এতগুলো বছরে আমি অনেক কিছু বদলাতে দেখলাম। মানুষ বাস ছেড়ে টেম্পো ধরল। মতিঝিলে যাবার পথে ' শীতাতপ' নিয়ন্ত্রিত বাস বেরল। ফোন ছেড়ে সেল ফোন ধরল। কিন্তু ডারউইন কে রেখে দিলাম দরজার বাইরে। এ যেন ক্রমাগত কান চেপে 'না না না' করে চিৎকার করা। এবং ভাবা এতেই আমরা ডারউইন কে পরাস্ত করছি।

আমার কাছে সবচাইতে যেটা কৌতুককর মনে হয় সেটা হল এই যে, এই ডারুইনের বেলায় হিন্দু-মুসলিম-খ্রীষ্টান সবাই ভাই-ভাই। আজ কেবল ধর্মের কারণে বিশ্বটা এক ভয়াবহ বিপদ সংকুল স্থানে পরিনত হয়েছে। কার ধর্ম আসলে সঠিক আর কার ধর্ম ভুল, কে শুধুমাত্র এক বিশেষ ধর্মের পিতামাতার ঘরে জন্ম নেয়ায় হাসতে খেলতে বেহেস্ত চলে যাবে আর কেই বা শুধুমাত্র ‘জন্মদোষের’ কারণে হাজার লোকের প্রাণ বাঁচিয়েও নরকে পচবে- - - এই রকম বিষয়াদি নিয়ে চুলচেরা হিসেব চলে প্রতিদিন। কিন্তু যেই আপনি ডারুইনের নাম নেবেন, অমনি দেখবেন সকল মোল্লা- পুরুত- পাদ্রী একসাথে জোট বেঁধেছে। আজ একবিংশ শতকে দাঁড়িয়েও ধর্মবণিকেরা নির্দিষ্টায় পরকালের বেসাতি করে, যার যার নিজস্ব ব্রান্ডের স্বর্গের টিকিট বেঁচে, উচ্চকণ্ঠে প্রচার করে মানবজাতির ‘পবিত্রতা’।

আজ বিবর্তনবাদের প্রায় দেড়শ বছর হতে চলল। বিবর্তনবাদের স্রষ্টার দ্বিশত জন্মবার্ষিকী আমরা পালন করছি এই বছর। এখন পর্যন্ত এই মতবাদ আমাদের সমস্ত প্রানীকুলের বিবর্তনের, অভাবনীয়া জীব-বৈচিত্রের এক মাত্র যুক্তিযুক্ত দলিল। আমার মনে হয়না যে বিজ্ঞানের আর কোনো মতবাদ এতটা দীর্ঘমেয়াদি প্রতিবাদ, প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছে। গ্যালিলিও থেকে টাইকো ব্রাহে হয়ে কোপার্নিকাস হয়ে আইন্সটাইন- - - সবাইকেই নুতুন বৈপ্লবিক ধারণা প্রবর্তনের চাপ সহিতে হয়েছে। কিন্তু কালক্রমে বিরুদ্ধবাদীরা হার মেনেছে। এমন না যে ডারুইন এক মাত্র লোক যিনি ধর্মের নর্ম ভেঙ্গেছিলেন। গ্যালিলিও, টাইকো ব্রাহে, ব্রুনো(বেচারি কে শেষমেষ পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, সাবাস!) সকলেই তাদের নিজ নিজ সময়কে প্রশ্নের মুখোমুখি করে দিয়েছিলেন। ধর্মের অতি সংবেদনশীল অন্ধকার কপট দিককে উলংগ করে দিয়ে পরাজিত করেছিলেন। ডারুইনও তার সময়ে লড়েছেন এইসব মোল্লা পুরুতের সাথে। অন্ডাস হান্সলি থেকে শুরু করে হালের রিচার্ড ডকিন্স, সকলে এই ২০০ বছর ধরে একের পর এক অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে গেছেন। ভুরি ভুরি ফসিলের উদাহরন থেকে শুরু করে একদম হালের জেনেটিক্সের নানান ফলাফল(অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল ক্রোমজম- ২, আমাদের ২৩ জোড়া ক্রোমজমের মাঝে একটি যেটা পরিস্কার ভাবে দেখায় অন্যান্য প্রাইমেটগোত্রীয়দের সাথে আমাদের বিবর্তিত অংশীদারত্ব) যেখানে বিবর্তনবাদের পক্ষে রায় দিয়েছে সারা মানবজাতি সেখানে আমার ‘ষষ্ঠ শ্রেণীর ইসলামিয়াতের শিক্ষক’ হয়ে থাকাই পছন্দ করল। ডারুইন যেন এমন এক ছাত্র যাকে না বের করে দেয়া যায়, না রাখা যায় ক্লাসে।

আমি নিজে ‘উন্মার্গগামী’ হলেও মানুষের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই। কেউ যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে জীবনে শান্তির খোঁজ পায়, মন্দ কি? কিন্তু ধর্ম যদি এসে বিজ্ঞান কে পাঞ্জা লড়তে বলে, আর হারার পর বেমালুম অস্বীকার করে, তাহলে তার সম্পর্কে খুব একটা শ্রদ্ধা রাখা মুশ্কিল।

ধর্ম এবং ধার্মিকরা যেন বেপরোয়া। তারা প্রায় সব লড়াইয়ে হেরেছে, বিজ্ঞানের কাছে। কিন্তু এইটা তারা ছাড়তে রাজী না। কেন? কেননা, এইখানে হারলে আমাদের ‘মর্যাদা’ আর রইল কোথায়?

চিড়িয়াখানায় যার কীর্তিকলাপ দেখে আমরা লুটোপুটি খাই, আমি কি তার অধঃস্তন (বা উচ্চঃস্তন বা কোনো দূরসম্পর্কের আপন আত্মীয়) হতে পারি?

আমরা মানতে চাই বা না চাই, চিড়িয়াখানায় সবচাইতে বেশি ভীড় কিন্তু বানরের খাঁচার সামনে। আমি মাঝে মাঝে ভাবি, আমাদের এই বিরাট ‘বানর-প্ৰীতি’ -র কারনটা কি? এটা কি আমাদের রক্তের অন্তর্গত কোনো অনপনয়ে ছাপ, যা আমাদের হারিয়ে যাওয়া অতীত কে ফিরিয়ে আনে? নাকি আমরা বানরদের দেখাতে চাই যে আমরা আসলে এই কয়েক হাজার বছরে তেমন কিছু এগোইনি। ওদের সাথে আমাদের তফাৎ শুধু এই, এদের একজন ‘দ্রষ্টব্য’ আর আরেকজন ‘দর্শক’। কে যে কোনটা, সেইটা অবশ্য বিতর্কের বিষয়।

এই ‘তথাকথিত’ প্রাগ্রসর সমাজ (পড়ুন, যুক্তরাষ্ট্র) কিন্তু আমার দেশের চেয়ে এই বিষয়ে যে খুব এগিয়ে আছে তা কিন্তু নয়। এই খানে ধর্ম আরো অনেক ধূর্ত। তারা স্কুলে বিবর্তনবাদ না পড়ানোর জন্য অনেকদিন থেকেই লড়াই করে এসেছে। মামলা মোকদ্দমা হয়েছে। কিন্তু ওদের সংবিধানের ‘Establishment Act’ এর কারনে পুরুতরা এতদিন তেমন কিছু করে উঠতে পারেনি। ১৯২৫ সালে জন স্কোপস নামের টিনেসী প্রদেশের এক হাইস্কুলের জীববিদ্যার শিক্ষককে প্রথম কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় বিবর্তনবাদ ক্লাসে পড়ানোর অপরাধে। সেই থেকে শুরু। একদম হালের খবর হল (ফেব্রুয়ারী ৯, ২০০৯) ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের এক সিনেটর জানিয়েছেন তিনি একটি বিল পাশ করাতে চাইছেন যেখানে বিবর্তনবাদ পড়ানোর পাশাপাশি ‘অন্যান্য থিওরী’ গুলোও ছাত্রদের সামনে উল্লেখ করতে হবে। এইসব অন্যান্য থিওরির মাঝে আছে আমাদের অনেকের জানা - ‘Intelligent Design’ বা ID। এই ID কে স্কুল সিলেবাসে ঢোকানর জন্য এদের চেষ্টা দেখলে ‘অভিভূত’ (উপযুক্ত শব্দের অভাবে ব্যবহৃত) হতে হয়। এমন কি এদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্ব জনাব বুশ মহোদয় (যাকে দেখলে ডারুইন নিঃসন্দেহে তাঁর Missing Link পেয়ে গেছেন বলে লাফিয়ে উঠতেন) পর্যন্ত আপ্রান চেষ্টা করেছিলেন। সফল হননি যদিও। শুধু ID নয়, Creationist বা ‘সৃষ্টিতত্ত্ববাদী’ নামের আরেক জগা-খিচুড়ি গোষ্ঠী আছে যারা বাইবেলের Genesis চ্যাপ্টারের সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে মানে। তাদের কথায় ঈশ্বর মাত্র ৬ দিনে এই বিশ্বসংসার তৈরী করেছেন (তাড়াহুড়ো করার ফল তো দেখতেই পাচ্ছেন চারপাশে!!), এবং আমাদের চারপাশের জগতটা মাত্র ১০,০০০ বছর পুরোনো।

সম্প্রতি মিশিগান স্টেইট ইউনিভার্সিটির এক বিজ্ঞানী, জন মিলার, দেখিয়েছেন যে, যেখানে ইউরোপে প্রায় ৮০ ভাগ লোক বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করে, যুক্তরাষ্ট্রে সে সংখ্যা মাত্র ৪০ ভাগ। মিলারের মতে বিশ্বে বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করার তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র কৃতিত্বের সাথে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। প্রথম স্থান নিয়ে যারা উৎসুক, তাদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি—তুরস্ক সেই শিরোপাটি নিয়েছে। আমেরিকার প্রতি পাঁচ জনের মাঝে দুই জন দৃঢ় কণ্ঠে বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, প্রতি পাঁচ জনের মাঝে একজন আছেন যিনি বিবর্তনবাদ নিয়ে সন্দেহান। গেল বছরের জুনে

আমেরিকায় এক গ্যালপ পোল দেখিয়েছে বিবর্তনবাদ নিয়ে আমেরিকার জনগনের এই সংশয় গত ২৫ বছর ধরে প্রায় একইরকম আছে। এমন পরাক্রমশালী একটি দেশ যারা বিশ্ব কে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে(তাদের ভাষ্যমতে), তারা যদি এমন কপট অন্ধ হয়, তখন তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে আমাদের বাংলাদেশে বিবর্তনবাদের ভবিষ্যত কী?

আজ আমার এই প্রৌড়ত্বে দাঁড়িয়ে যখন খুঁজি কিছুর আশার আলো তখন দেখি জনপদ ছেয়ে আছে সুরমা, আতরে আর দাঁড়িতে। আমার ভাবতে খুব অবাক লাগে, যে মানুষ নিজ বুদ্ধিবলে এত কিছু অর্জন করল, সে কিভাবে 'ধোঁয়াসা' র কাছে নিজের সমস্ত কিছু বিকিয়ে দেয়।

সত্যি, বড় আশ্চর্য লাগে!

- তারেক আজিজ

২/১০/০৯